দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 11 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

আ.লীগের উপকমিটিতে ৪ ভিসি

রেজাউল করিম প্লাবন ●

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক উপকমিটির খসড়া তালিকায় দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) স্থান পেয়েছেন। তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আখতারুজ্জামান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন অর রশিদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. কামরুল হাসান খান। এ ছাড়া কমিটিতে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ১১ শিক্ষক। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রয়েছেন।

এদিকে চার উপাচার্যকে একটি রাজনৈতিক দলের কমিটিতে রাখা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে; চলছে নানামুখী গুঞ্জন। গতকাল দিনভর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তবে যাদের কমিটিতে রাখা হয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা অসন্তুষ্ট নন। একজন উপাচার্য বলেছেন, এটি নতুন নয়। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি আওয়ামী লীগের উপকমিটিতে আছেন।

ওই কমিটিতে ৮ জন সংসদ সদস্যও আছেন। এর বাইরে পরিচিত কিছু দলে সক্রিয় নন, এমন ব্যক্তিও আছেন। বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষমাণ দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে।

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক উপকমিটির খসড়া তালিকা থেকে জানা যায়, এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

আখতারুজ্জামান

হারুন অর রশিদ

মীজানুর রহমান

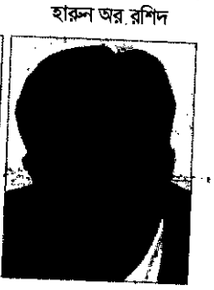

কামরুল হাসান খান

আ.লীগের উপকমিটিতে ৪ ভিসি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) দলটির উপদেষ্টা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল খালেককে আহ্বায়ক এবং শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপাকে সদস্য সচিব করে তালিকা করেছে আওয়ামী লীগ। দলটির পক্ষ থেকে এটিকে খসড়া তালিকা বলা হলেও এর নিচে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের নাম ও পদসহ স্বাক্ষর রয়েছে।

বিভাগীয় উপকমিটি গঠন বিষয়ে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ২৫(১)-এর 'চ' ধারায় বলা আছে– 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রত্যেক সম্পাদকীয় বিভাগের কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি সম্পাদকীয় বিভাগে একটি করিয়া উপ-কমিটি গঠন করিবে। উক্ত উপ-কমিটি একজন চেয়ারম্যান, একজন সম্পাদক, অনূর্ধ্ব পাঁচজন সহ-সম্পাদক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে। জাতীয় সংসদীয় দলের সদস্যবৃন্দ, যাহারা বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, তাহারা পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত উপ-কমিটির সদস্য হইবেন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাবেক একজন উপাচার্য মনে করেন, যিনি উপাচার্য হবেন তাকে পদে থেকে কোনো দলের পদে না থাকাটাই শ্রেয়। তা না হলে তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন।

দলীয় উপকমিটিতে নাম থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ থেকে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। বিষয়টি আমি শুনেছি। কমিটিতে থাকতে আগ্রহী কিনা– এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আগে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ হোক, তার পর এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন অর রশিদ গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, আমি ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কমিটির উপসম্পাদক পদে ছিলাম। এ পদ আমার জন্য নতুন নয়। আমি দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমার আদর্শ বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ। আমি যে আদর্শ লালন করি সে আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলে দোষ কী? এমন কোথাও লেখা নেই যে রাজনীতি করতে পারব না।

কমিটিতে জানিয়ে রাখা হয়নি– দাবি করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান বলেন, এখন পর্যন্ত আমাকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েও জানানো হয়নি। তবে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলের সদস্য যে কেউ হতে পারে। শিক্ষিত ও যারা সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, তারা রাজনৈতিক দলে যুক্ত না হলে অশিক্ষিত এবং অযোগ্য লোকেরা এ জায়গা দখল করবে। তবে সনাতন রাজনীতি বা দলাদলি ঠিক নয়। তা ছাড়া সরকারি চাকরিজীবীরা যে রাজনৈতিক দলে থাকতে পারবে না, এমন কোনো আইন নেই।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে আওয়ামী লীগ তাদের উপকমিটিতের স্থান দিয়েছে। এখন সেখানে তারা থাকবেন কি থাকবেন না, সেটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। বিশেষজ্ঞ হিসেবে তারা থাকতেই পারেন।

বিষয়টি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আখতারুজ্জামানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ আমাদের সময়কে বলেন, উপাচার্যরা দলীয় কোনো উপকমিটিতে থাকতে পারেন না পারেন, সে বির্তকে না গিয়ে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কিছু করতে পারছেন কিনা সেটা ভাবার বিষয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনেক ব্যস্ত থাকেন। এর পর রাজনৈতিক দলের কমিটিতে সময় দেবেন কীভাবে? সরকার নিশ্চয়ই দেশের শিক্ষা ও মানবসম্পদ নিয়ে বড় কিছু ভাবছে। এ কারণে এ ধরনের কমিটিতে শিক্ষকদের সদস্য কিংবা উপদেষ্টা করছে।

এদিকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান না পেয়ে বহু নেতা উপকমিটিতে থাকতে জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার দলটির ধানমণ্ডির কার্যালয়ে জটলা করে থাকা এসব নেতাকর্মীর অনেকের অভিযোগ– প্রতিপক্ষের হামলা-মামলা থেকে শুরু করে সব নির্যাতনের শিকার হই আমরা; আর পদ পান এসিতে বসে সরকারের সুবিধা নেওয়া ভিআইপিরা। দলের দুর্দিনে কিন্তু আমরাই থাকি। কিন্তু দলের পদ পেতে এসব তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। আমরা এখন যাব কোথায়?